দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... AUG. 7 1999
পৃষ্ঠা 8 কলাম 4......

4

# জনপ্রশাসন সংস্কারে জনগণের অংশগ্রহণ

ডঃ আতিউর রহমান

◆ প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিকেন্দ্রায়নের কোন বিকল্প নেই। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দলীয় প্রভাব কমিয়ে সমাজের চাহিদা প্রতিফলন করতে হবে।

◆ বেসরকারি খাতের উন্নতিতে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তর কমাতে হবে এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

◆ বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কর ব্যবস্থা সহজ করতে হবে।

◆ অপচয় রোধ করার জন্য জনশক্তি নিয়োগে সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা, আপ্যায়ন বন্ধ, ব্যক্তিগত কাজে সরকারি সুযোগ বন্ধ, হিসেব ও অডিট হালনাগাদ করা, সিবিএ'র অন্যায় চাপ বন্ধ করা এবং ফলাফলনির্ভর ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা।

◆ প্রশাসনকে গণমুখী করতে হলে অবশ্যি শক্তিশালী নির্বাচিত স্থানীয় সরকারকে কাজ করতে দিতে হবে। স্থানীয় বাজেট ও প্রকল্প প্রণয়ন, রূপায়ণ এবং অর্থায়নের ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবেই স্থানীয় সরকারের হাতে দিতে হবে। এ সরকার পরিচালনায় নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের হাতে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা দিতে হবে। জনগণের অংশগ্রহণের অনুকূলে সুস্পষ্ট নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

◆ দুর্নীতি দমনে জনগণের প্রতিরোধ ছাড়াও প্রচলিত আইনের রূপায়ণ এবং স্থানীয় সরকারের সহায়তায় মনিটরিং জোরদার করতে হবে। রাজনৈতিক চাপ পরিহার করার মতো নৈতিক অবস্থান জোরদার করতে হবে। গণমাধ্যমও এক্ষেত্রে ইতিবাচক সহায়তা দিতে পারে।

◆ সরকারের আকার কমাতে হবে এবং বদলি সম্পর্কিত নীতি সুস্পষ্ট করতে হবে।

◆ পুরো প্রশাসনের দক্ষতা ও নৈতিকতা অবলোকনের জন্য সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্যকরী ক্ষমতা থাকতে হবে। অনুরূপ তদারকিতে বিচার বিভাগকেও সম্পৃক্ত করতে হবে।

◆ গণসেবার মান রক্ষা করার জন্য নিয়মিতভাবে জনমত জরিপ চালু করতে হবে। গণতদন্তের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

◆ সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরের সংখ্যা কমাতে হবে এবং MIS-এর মাধ্যমে কেন কোন্ স্তরে ফাইল আটকে যাচ্ছে তার জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে।

◆ আন্তঃক্যাডার বৈষম্য কমিয়ে প্রশাসনে মেধার সঞ্চারের উদ্যোগ নিতে হবে।

◆ প্রশাসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও অবদান বাড়াতে হবে।

◆ একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা মতো প্রশাসনকে প্রযুক্তিনির্ভর ও চটপটে করে গড়ে তুলতে হবে।

উপসংহার ঃ

সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে জনগণের মতামতনির্ভর জনসংস্কারে উদ্যোগী হতেই হবে। বিশেষ করে নয়া শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের এই সংস্কারের প্রশ্নে দ্বিধান্বিত হওয়ার আর সুযোগ নেই। সুশৃংখলভাবে জনপ্রশাসনিক সংস্কারে হাত দেয়ার প্রাথমিক প্রস্তুতি জনসংস্কার কমিশনের কল্যাণে আমরা এরই মধ্যে নিতে সক্ষম হয়েছি। নানা পেশার নানা শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কমিশন দীর্ঘ সংলাপ করেছেন। বর্তমান সরকারের তিন বছর মেয়াদ শেষ হয়েছে। আগামী নির্বাচনের আগে আমূল পরিবর্তনমুখী সংস্কারে হয়তো তার পক্ষে আর উৎসাহিত হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু নির্বাচনের পরপরই নতুন সরকার যাতে কাঙ্ক্ষিত এই সংস্কারে হাত দিতে পারে সে জন্যে কর্ম পরিকল্পনা তৈরির এখনই সময়। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের কয়েকটি কাজ করে রাখতে হবে ঃ

◆ সময়সূচিসহ সুনির্দিষ্ট সংস্কার কর্মসূচি তৈরি করতে হবে। বাইরের কোন চাপে নয়, নিজেদের স্বার্থে নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা কাজে লাগিয়ে এই কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে হবে।

◆ আবেগ নয়, বাস্তবে রূপায়ণ করা যায় তেমন সংস্কার কর্মসূচির প্রস্তাব তৈরি করতে হবে। এসব প্রস্তাব বাস্তবায়নে কি ধরনের অর্থ লাগবে সে হিসেবটিও একই সঙ্গে থাকতে হবে। প্রস্তাবিত সংস্কার সম্পন্ন করতে পারলে কি ধরনের অর্থ সাশ্রয় হবে তাও নির্ধারণ করতে হবে।

◆ জনপ্রশাসন সংস্কারের পেছনে রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিশ্চিতভাবে পেতে হলে এর ভালমন্দ দুটো দিকই সুস্পষ্ট করতে হবে। ধাপে ধাপে সহজ থেকে জটিল সংস্কারে যাওয়ার পথগুলো সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

◆ দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার জনপ্রশাসনিক সংস্কারের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের মতো দেশের জন্য কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের রূপরেখা স্থির করতে হবে।

◆ স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

◆ বাজেট সংস্কার ও জনপ্রশাসনিক সংস্কারকে একই সুতোয় গাঁথতে হবে।

সবশেষে বলা যায় যে, সুশাসনের জন্য তিনটি বিষয়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঃ

এক. জনগণের সক্ষমতা নিরন্তর বিকাশের সুযোগ

দুই. রাষ্ট্র, সমাজ ও বাজারের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের পক্ষে বিনিয়োগ

তিন. নিজস্ব উদ্যোগ ও মালিকানার পক্ষে পরিবেশ তৈরি করা।

তিনটি ক্ষেত্রেই জনপ্রশাসন ইতি অথবা নেতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে চাইলে প্রশাসনকেও পরিবর্তিত হতে হবে। নয়া ভাবনা, উদ্ভাবন ও সামাজিক শিক্ষণের প্রতি সংবেদনশীল প্রশাসনের পক্ষেই কেবল সম্ভব এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অংশীদার হওয়া। এক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক। মনে রাখতে হবে, যে রাষ্ট্র জনগণ তথা সিভিল সমাজের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে অক্ষম, তার বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা দ্রুতই উবে যেতে থাকে। একপর্যায়ে এমন রাষ্ট্রের পক্ষে উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতাও নিঃশেষ হয়ে যায়।

[ জনপ্রশাসন সংস্কার বিষয়ক 'এডাব' আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় প্রদত্ত মূল ভাষণ ] (সমাপ্ত)